রেজি. নং- ঢেএন ৫২৬, বর্ষ-২০ সংখ্যা-২২৬
রবিবার ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১২ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
৪ পৃষ্ঠা: মূল্য : ৪ টাকা
www.akashkhabar.com
https://www.facebook.com/akashkhabar/

দৈনিক
আকাশ খবর
সত্য নিষ্ঠায় নিঃশব্দ বিপ্লব
THE DAILY AKASH KHABAR

পত্রিকার স্বাদ নিন কাগজহীন রঙিন পাতায়
ই-পেপার পড়তে কোডটি স্ক্যান করুন
epaper.akashkhabar.com

চুয়াডাঙ্গায় আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক:

চুয়াডাঙ্গায় আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ৩টায় চুয়াডাঙ্গা সদরের আলুকদিয়া ইউনিয়নের মনিরামপুর বিশ্বাস বাড়ির মাঠে শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আত্মবিশ্বাস এই শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

'মানুষ মানুষের জন্যে' স্লোগানে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে আত্মবিশ্বাস-এর নির্বাহী পরিচালক আকরামুল হক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আবু তালেব। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'চুয়াডাঙ্গায় কয়েকদিন ধরে শৈত্যপ্রবাহ চলছে। নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্ভোগও বাড়তে শুরু করেছে। গরম কাপড়ের অভাবে অসহায় মানুষগুলো রাতে ঘুমাতে পারে না। শীতার্ত মানুষগুলোর দুর্বিষহ জীবনের কথা ভেবে তাদের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের জন্য যে যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।' এ সময় তিনি আত্মবিশ্বাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'আত্মবিশ্বাস মাইক্রোক্রেডিট নিয়েকাজ করে। মানুষের পাশে এ ধরনের সামাজিক কাজ করে পাশে থাকে। অনান্য কাজের পাশাপাশি তারা প্রতি বছর শীতবস্ত্র বিতরণ করে। আত্মবিশ্বাসকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।' অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর যুগ্ম পরিচালক মো. সহিদুল হক। তিনি বলেন, 'ঠাণ্ডা বাতাসের দাপট আর হাড় হিম করা ঠান্ডা ও কুয়াশায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। শীতের এই তীব্রতা বেশি কাবু করে নিম্ন আয়ের মানুষকে। সেই নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আত্মবিশ্বাসকে সাধুবাদ জানায়। আত্মবিশ্বাস অনেক ভালো ভালো কাজ করে। সেই ভালোর ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক।' সভাপতির বক্তব্যে আত্মবিশ্বাস-এর নির্বাহী পরিচালক আকরামুল হক বিশ্বাস বলেন, 'আত্মবিশ্বাস গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে আগেও ছিল, এখনও আছে। সামনের দিকেও থাকবে। এ অঞ্চল তথা দেশের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ করে থাকে। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও আত্মবিশ্বাসের ভূমিকা আছে।' তিনি আরও বলেন, 'এখান থেকেই আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন। আর এখান থেকেই আত্মবিশ্বাস প্রতি বছর কম্বল বিতরণ শুরু করে। এবারও শুরু হলো, কম্বল বিতরণ অব্যহত থাকবে। আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় কম্বল বিতরণ করা হবে।' আত্মবিশ্বাসের পরিচালক রফিকুল হাসান জোয়ার্দ্দারের সার্বিক সহযোগিতায় বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) আককাস আলী, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোক্রেডিট) এ কে এম হাসানুজ্জামান, সহকারী পরিচালক আবু সাদাত রিমু, এমআইএস অফিসার জাহাঙ্গীর আলম ও মানবসম্পদ কর্মকর্তা শাহ্ আলম আলো প্রমুখ।

দৈনিক
মাথাভাঙ্গা
The Daily Mathabhanga
চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ এলাকার প্রথম আঞ্চলিক সংবাদপত্র
চুয়াডাঙ্গা রোববার
৪ ডিসেম্বর ২০১৪

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গায় রেকর্ড ৮ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

মেঘমুক্ত দিনে উত্তরের হিমশীতল হাওয়ায় হাড়কাঁপুনি শীত

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গাসহ দেশের চার জেলায় বইছে শৈত্যপ্রবাহ। এটি আরও অব্যাহত থাকতে পারে। তবে আজ থেকে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। গতকাল শনিবার চুয়াডাঙ্গার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে আছেন খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষ। খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করতে দেখা গেছে এসব মানুষগুলোকে। শীতে সময় মতো কাজে যেতে পারছেন না তারা। শীতে নষ্ট হচ্ছে ধানের বীজতলা। এতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তীব্র ঠান্ডায় দেখা দিচ্ছে শীতজনিত নানা রোগ। হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এদিকে, শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। গতকাল শনিবার চুয়াডাঙ্গায় আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে দেশের অনেক এলাকায় হাড় কাঁপানো শীত পড়েছে। পূর্বাভাসে জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। এসময়ে পঞ্চগড়, রাজশাহী, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক বলেন, আগামী ২/১দিনের মধ্যে সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। ফলে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে। তবে ১৮ ডিসেম্বরের পর থেকে তাপমাত্রা আবারও কমতে শুরু করবে। শৈত্যপ্রবাহের আওতায় তখন বাড়তে পারে। পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, রোববার মধ্যরাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত কুয়াশা পড়তে পারে। এসময়ে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। শনিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল চুয়াডাঙ্গায়। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল টেকনাফে ৩০ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চুয়াডাঙ্গায় বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। মেঘমুক্ত দিনে উত্তরের হিমশীতল হাওয়ায় হাড়কাঁপুনি শীত অনুভূত হচ্ছে এ অঞ্চলে। গতকাল শনিবার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে কুয়াশার সাথে চুয়াডাঙ্গায় তীব্র শীত পড়তে শুরু করেছে। গত মঙ্গলবার এ জেলার (৩ পৃষ্ঠার ৫ কলামে)

চুয়াডাঙ্গায় আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ।

হিমশীতল হাওয়ায় হাড়কাঁপুনি শীত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পরদিন বুধবার তাপমাত্রা ছিলো ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক দিনের ব্যবধানে বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা কমে দাঁড়ায় ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। গত শুক্রবার তাপমাত্রার পারদ আরও নীচে নেমে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শনিবারে হ্রাস পেয়ে তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৭ ডিগ্রিতে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায়, সকালে তীব্র শীত উপেক্ষা করে বাইরে বেরিয়েছেন দিনমজুর ও শ্রমিকরা। তবে এই ঠান্ডার কারণে কাঙ্খিত কাজ পাচ্ছেন না তারা। অনেকে খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন। যানবাহন চললেও ছিল না তেমন যাত্রীর চাপ। তবে স্বস্তির খবর হলো রাতে ঘন কুয়াশা থাকলেও সকালে বেলা বাড়ার সাথে সূর্যের দেখা মিলেছে। এদিকে, মৃদু শৈত্যপ্রবাহে কাহিল হয়ে পড়েছে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা। খুব প্রয়োজন না হলে মানুষ সকালে বাইরে বের হচ্ছেন না। অপেক্ষা করছেন রোদ ওঠার। অনেকে আবার জীবিকার তাগিদে তীব্র ঠান্ডা উপেক্ষা করে বের হয়েছেন। চুয়াডাঙ্গার শহরের চা দোকানী মনোয়ার হোসেন বলেন, প্রতিদিন ভোরে দোকান খুলতে হয়। ভোরের দিকেই শীত বেশি। সূর্য উঠছে, কিন্তু ঠান্ডা বাতাসও আছে। তাই আরও শীত অনুভূত হচ্ছে। ভ্যানচালক মফিজুর রহমান বলেন, এবার শীত যেন একটু বেশি। আমরা পেটের তাগিদে রাস্তায় বের হচ্ছি। কিন্তু রাস্তায় যাত্রী নেই। সকালে তো একদমই ভাড়া হচ্ছে না। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ইনচার্জ জামিনুর রহমান জানান, চুয়াডাঙ্গায় চলতি মরসুমের প্রথম মৃদু শৈত্যপ্রবাহ শুরু হলো। আজ তাপমাত্রা আরও কমে শৈত্যপ্রবাহ অব্যহত থাকবে। এরপর আগামী সোমবার থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। তবে ঘন কুয়াশা অব্যহত থাকতে পারে। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, চুয়াডাঙ্গার শীতার্ত মানুষের জন্য বৃহস্পতিবার সরকারের ত্রাণ ভান্ডার থেকে ১০ হাজার কম্বল বরাদ্দ পাওয়া গেছে। শুক্রবার থেকে এসব কম্বল বিতরণ শুরু হয়েছে।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গায় আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ৩টায় চুয়াডাঙ্গার আলুকদিয়া ইউনিয়নের মনিরামপুর বিশ্বাস বাড়ির মাঠে শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) -এর সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আত্মবিশ্বাস এ শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'মানুষ মানুষের জন্যে' স্লোগানে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে আত্মবিশ্বাস-এর নির্বাহী পরিচালক আকরামুল হক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আবু তালেব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর যুগ্ম পরিচালক মো. সহিদুল হক। আত্মবিশ্বাসের পরিচালক রফিকুল হাসান জোয়ার্দারের সার্বিক সহযোগিতায় বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) আককাস আলী, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোক্রেডিট) এ কে এম হাসানুজ্জামান, সহকারী পরিচালক আবু সাদাত রিমু, এমআইএস অফিসার জাহাঙ্গীর আলম ও মানবসম্পদ কর্মকর্তা শাহ্ আলম আলো প্রমুখ।

জীবননগর ব্যুরো জানিয়েছে, মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসী। ফলে প্রচন্ড ঠান্ডায় যুবুথবু জীবননগরবাসী। গতকাল শনিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে চুয়াডাঙ্গাতে ৮ দশমিক ৭ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর পূর্বে শুক্রবার ৯ দশকিম ৮ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বৃহস্পতিবার ১০ দশমিক ২ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়। জীবননগর উপজেলার ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এ উপজেলাতে শীতকালে শীত এবং গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম পড়ে থাকে। এর ফলসরুপ জীবননগরেও শীত জেঁকে বসতে শুরু করেছে। মধ্য রাত হতেই ঘণ কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়ে জীবননগরসহ গোটা চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল। প্রতিদিনই তাপমাত্রার পারদ নামছে। সকালে দিনমজুর ও হতদরিদ্র মানুষেদের রাস্তার পাশে খড়-কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করতে দেখা যায়। সন্ধ্যা নামার সাথে-সাথে শীতের প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শীতের কারণে শীতজনিত রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা নিউমোনিয়া, ঠান্ডা জ্বর, হাঁচি-কাশি ও লোটাভাইসরাস জনিত ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

আজ রবিবার,
১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১২ জমাদিউস সানি ১৪৪৬ হিজরি
১৮তম বর্ষ, ০৮৫ তম সংখ্যা
৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪ টাকা।

মাটি ও মানুষের মুখপত্র
দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল
www.pashchimanchal.com
THE DAILY PASHCHIMANCHAL

চুয়াডাঙ্গায় আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গায় আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ৩টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদরের আলুকদিয়া ইউনিয়নের মনিরামপুর বিশ্বাস বাড়ির মাঠে শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। মাইক্রেসক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আত্মবিশ্বাস এই শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

'মানুষ মানুষের জন্যে' স্লোগানে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে আত্মবিশ্বাস-এর নির্বাহী পরিচালক আকরামুল হক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন- জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আবু তালেব।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'চুয়াডাঙ্গায় কয়েকদিন ধরে শৈত্যপ্রবাহ চলছে। নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্ভোগও বাড়তে শুরু করেছে। গরম কাপড়ের অভাবে অসহায় মানুষগুলো রাতে ঘুমাতে

চুয়াডাঙ্গায় আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পারে না। শীতার্ত মানুষগুলোর দুর্বিষহ জীবনের কথা ভেবে তাদের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের জন্য যে যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।'

এ সময় তিনি আত্মবিশ্বাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'আত্মবিশ্বাস মাইক্রেসক্রেডিট নিয়েকাজ করে। মানুষের পাশে এ ধরনের সামাজিক কাজ করে পাশে থাকে। অন্যান্য কাজের পাশাপাশি তারা প্রতি বছর শীতবস্ত্র বিতরণ করে। আত্মবিশ্বাসকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন মাইক্রেসক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর যুগ্ম পরিচালক মো. সহিদুল হক। তিনি বলেন, 'ঠান্ডা বাতাসের দাপট আর হাড় হিম করা ঠান্ডা ও কুয়াশায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। শীতের এই তীব্রতা বেশি কাবু করে নিম্ন আয়ের মানুষকে। সেই নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আত্মবিশ্বাসকে সাধুবাদ জানায়। আত্মবিশ্বাস অনেক ভালো ভালো কাজ করে। সেই ভালোর ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক।'

সভাপতির বক্তব্যে আত্মবিশ্বাস-এর নির্বাহী পরিচালক আকরামুল হক বিশ্বাস বলেন, 'আত্মবিশ্বাস গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে আগেও ছিল, এখনও আছে। সামনের দিকেও থাকবে। এ অঞ্চল তথা দেশের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ করে থাকে। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও আত্মবিশ্বাসের ভূমিকা আছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এখান থেকেই আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন। আর এখান থেকেই আত্মবিশ্বাস প্রতি বছর কম্বল বিতরণ শুরু করে। এবারও শুরু হলো, কম্বল বিতরণ অব্যহত থাকবে। আত্মবিশ্বাসের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় কম্বল বিতরণ করা হবে।'

আত্মবিশ্বাসের পরিচালক রফিকুল হাসান জোয়ার্দ্দারের সার্বিক সহযোগিতায় বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) আবদাস আলী, সহকারী পরিচালক (মাইক্রেসক্রেডিট) এ কে এম হাসানুজ্জামান, সহকারী পরিচালক আবু সাদাত রিমু, এমআইএস অফিসার জাহাঙ্গীর আলম ও মানবসম্পদ কর্মকর্তা শাহ্ আলম আল্মো প্রমুখ।